আলহাজ্জ মোঃ নুরুল ইসলাম সরকার
প্রাক্তন প্রিন্সিপাল
মেঘনা ব্যাংক

Important Sections of Negotiable Instruments Act-1881

বিঃদ্রঃ ব্যাংকে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তাদের জন্য সহজেই বোধ্যগম্য হয় বা বোঝা যায় সেই জন্য বাংলায় নিম্নোক্ত সেকশনগুলো বর্ণনা করা হইল।

১. চেকের সংজ্ঞাঃ

হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন-১৮৮১ এর ৬ নং ধারায় চেকের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "চেক হচ্ছে একটি বিনিময় বিল যা কোন নির্দিষ্ট ব্যাংকের উপর নির্দেশিত এবং চাহিদামাত্র ব্যতীত অন্য কোন ভাবে পরিশোধ্য নয়"।

(A cheque is a bill of exchange drwan on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand)

উক্ত সংজ্ঞা থেকে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান যে, চেক কে বিনিময় বিলের মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তবে তা হতে হবে ব্যাংকের উপর নির্দেশিত এবং কেবল চাহিবামাত্র প্রদেয়।

২. হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন-১৮৮১ এর ৫ নং ধারায় বিনিময় বিলের সংজ্ঞায় বলা হয়েছেঃ

বিনিময় বিল হচ্ছে প্রস্তুতকারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি লিখিত দলিল যাতে কোন ব্যক্তিকে নিদৃষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বা তার নির্দেশিত ব্যক্তিকে বা দলিলের বাহককে চাহিবামাত্র অথবা নির্ধারিত বা ভবিষ্যতে নির্ণেয়মান সময়ে পরিশোধের শর্তহীন নির্দেশ থাকে। চেক এবং বিনিময় বিলের সংজ্ঞা দুটিকে একত্রিক করলে চেক-কে নিমোক্তভাবে বর্ণনা করা যেতে পারেঃ

'চেক হচ্ছে প্রস্তুতকারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি লিখিত দলিল যাতে কোন নির্দিষ্ট ব্যাংককে নিদিষ্ট ব্যক্তিকে বা তার নির্দেশিত ব্যক্তিকে বা দলিলের বাহককে চাহিবামাত্র পরিশোধের শর্তহীন নির্দেশ থাকে।'

৩. চেকের ইস্যুকরণ (Issue of a Cheque)ঃ

প্রস্তুতকারক কর্তৃক চেকে স্বাক্ষর দান করলেই এটি কার্যকর হয় না। এটি যখন ব্যবহার করা হয়, তখনই কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

৪. ইস্যু এর অর্থ (Mining of Issue)ঃ

বিল অব এক্সচেঞ্জ এ্যাক্ট, ১৮৮২ এর মতে,

'ইস্যু' বলতে কোন অংগীকারপ্রত বা বিল সম্পূর্ণ অবস্থায় প্রথম লেনদেন (first dealing) যা কোন ব্যক্তি ধারক হিসেবে লাভ করেছেন।

হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন-১৮৮১ এর ৪৬ ধারা মোতাবেক অংগীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেকের প্রস্তুতকরণ, স্বীকৃতি ও অনুমোদন প্রকৃত বা কার্যত (actual or constructive) অর্পণের (delivery) এর মাধ্যমে সম্পূর্ণতা লাভ করে।

৫. চেকের হস্তান্তর (Negotiation of a cheque)

বাহককে প্রদেয চেক অর্পনের মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয় (ধারা-৪৭)। নির্দেশিত ব্যক্তিকে প্রদেয় চেক অনুমোদন ও অর্পণের মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয় (ধারা-৪৮)

৬. চেকের বিভিন্ন পক্ষসমূহ (Different Parties of Cheque) ঃ

(১) আদেষ্টা (Drawer) যিনি ব্যাংকের উপর চেকের টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেন।

(২) আদেষ্টা (Drawer)ঃ যে ব্যাংকের উপর চেকের টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হয়।

(৩) প্রাপক (Payee)ঃ যাকে বা যার নির্দেশে টাকা পরিশোধ করতে বলা হয়।

একটি চেক স্বয়ং আদেষ্টা অথবা আদেষ্ট-ব্যাংক এর অনুকূলে ড্র করা যায়।

৭. চেকের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ (Essential Characteristics of a cheque)ঃ

(১) একটি চেক অবশ্যই লিখিত হতে হবে।

(২) নির্দেশ শর্তহীন হতে হবে।

(৩) গ্রাহক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে। তবে নিরক্ষর গ্রাহকের ক্ষেত্রে টিপ সহি (পুরুষের বাম/মহিলার ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ) ব্যাংক অফিসার কর্তৃক প্রত্যায়িত হবে।

(৪) চেক পরিশোধের নির্দেশ কোন নির্দিষ্ট ব্যাংক শাখার উপর হতে হবে।

(৫) চেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ও তারিখের উল্লেখ থাকতে হবে।

(৬) চেকটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা তার নির্দেশে অথবা বাহককে পরিশোধ করতে হবে।

(৭) চেক চাহিবামাত্র অবশ্যই পরিশোধযোগ্য

(৮) একমাত্র খোলা চেক কাউন্টারে পরিশোধযোগ্য (রেখাংকিত চেক নয়)।

(৯) ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত চেক বইয়ের পাতাই চেক হিসেবে বিবেচ্য হবে।

(১০) চেকের স্বাক্ষর ব্যাংকে সংরক্ষিত গ্রাহকের নমুনা স্বাক্ষরের সাথে হুবহু মিল থাকতে হবে।

৮. চেকের আবশ্যকীয় অংশসমূহ (Material Parts of a Cheque)ঃ

(১) ব্যাংকের নাম

(২) ব্যাংক-শাখার নাম

(৩) সিরিজ নাম্বার

(৪) তারিখ

(৫) প্রাপকের নাম

(৬) টাকার পরিমাণ

(৭) আদেষ্টার স্বাক্ষর

(৮) রেখাংকন।

৯. চেকের প্রকারভেদ (Types of Cheque)ঃ

চেক সাধারণতঃ দু'ধরণের যথাঃ

(১) খোলা চেক (Open Cheque)

(২) রেখাংকিত চেক (Crossed Cheque)

খোলা চেক আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথাঃ-

(১) বাহক চকে (Payable to bearer)

(২) আদেশ চেক (Payable to order)

১০. বাহক চেক (Bearer Cheque)

যে চেকের টাকা চাহিবামাত্র ব্যাংক চেকের বাহককে প্রদান করে তাকে বাহক চেক বলা হয়। এ চেক চেনার উপায় হল চেকের উপর প্রাপকের নাম শেষে "অথবা বাহককে" শব্দদ্বয় লিখা থাকে। এক্ষেত্রে প্রাপকের নাম যাই থাকুক না কেন কাউন্টারের চেক উপস্থাপনকারীকে কোনরূপ সন্দেহের কারণ লক্ষ্য করা না গেলে ব্যাংক টাকা দিতে বাধ্য থাকে। যখন প্রাপকের নামের স্থানে নিজ (Self) লেখা থাকে তখন চেক দাতাকে প্রাপক বলে বিবেচনা করা যায়।

বাহক চেক হারিয়ে গেলে যে কেউ তা ভাংগানোর জন্য ব্যাংকে হাজির করতে পারে। তাই এরুপ চেক কম নিরাপদ। এ ধরণের চেকের বাহককে দেখে বা তার সাথে কথাবার্তায় ব্যাংকের কোন সন্দেহ হলে ব্যাংক উক্ত চেকের টাকা পরিশোধ স্থাগিত রাখতে পারে্ এজন্য সাধারণভাবে হঠাৎ করে বড় পরিমাণ অংকের এরূপ চেক উপস্থাপিত হলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ চেকের যথার্থতার বিষয়টি চেক দাতার নিকট থেকে জেনে নেয়ার চেষ্টা করে। অবশ্য এরূপ চেকে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বিধানের জন্য সহজেই দাগ কাটা যায়।

১১. বাহক চেকের বৈশিষ্ট্যঃ

(১) বাহক চেক প্রথমে প্রাপকের নাম লেখার জন্য নির্দিষ্ট স্থানের শেষে অথবা বাহককে শব্দদ্বয় লেখা থাকে।

(২) প্রাপকের নামের জন্য নির্দিষ্ট শূণ্য স্থানে প্রাপকের নাম লিখতে হবে নতুবা নিজ কথাটি লিখতে হয়।

(৩) এ চেক প্রাপকের নাম লেখা না থাকলেও তা উপস্থাপিত হওয়ার পর ব্যাংক টাকা পরিশোধ করতে পারে।

(৪) এ প্রকার চেক ব্যাংকে উপস্থাপিত হলে আইনানুগ কোন কারণ না থাকলে এর বাহককে ব্যাংক তার টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে।

(৫) বাহক চেক স্বত্বান্তরিত করার জন্য কোন লিখিত অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

(৬) বাহক চেকের আদেষ্টা বা প্রাপক বা এর সংশ্লিষ্ট যে কোন পক্ষই যে কোন সময় তাকে রেখাংকিত চেকে পরিণত করতে পারে। তবে একবার রেখাংকিত হয়ে গেলে তাকে আবার বাহক চেকে পরিণত করতে হলে আদেষ্টার দস্তখতের প্রয়োজন হয়।

১২.আদেশ চেক (Order Cheque)

যে চেক প্রাপকের নামের শেষে অথবা বাহককে শব্দগুচ্ছের মধ্যে বাহককে কাটা থাকে, তাকে আদেশ চেক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আদেশ চেকে অথবা আদেশ শব্দগুচ্ছও লেখা থাকতে হবে। আদেশ চেক কেবলমাত্র নির্দিষ্ট প্রাপক অথবা প্রাপক কর্তৃক নির্দেশিত ব্যক্তিকে পরিশোধযোগ্য। তবে, প্রাপকের বা অনুমোদনগ্রহীতার সম্পূর্ণ পরিচিতি সম্পর্কে ব্যাংকারকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে।

হস্তান্তর দলিল আইনের ৪৮ নং ধারা অনুযায়ী আদেশ চেক (১) অনুমোদন (Endorsement) ও (২) অর্পণের মাধ্যমে (Delivery) হস্তান্তর করা হয। সেক্ষেত্রে স্বত্বগ্রহীতার পরিচিতি গ্রহান করার পর চেকটি পরিশোধিত হয়। দাগবিহীন আদেশ চেক স্বত্বাধিকারগ্রহীতা (Endorsee) ভাংগানোর জন্য ব্যাংকে হাজির করলে ব্যাংককে সাবধানতার সাথে দেখতে হবে যে, স্বত্বান্তর নিয়মিত (Regular) কিনা।

১৩. আদেশ চেকের বৈশিষ্ট্যঃ

(১) আদেশ চেকে প্রাপকের নাম পরে অথবা বাহককে শব্দ গুচ্ছের মধ্যে বাহককে শব্দটি কাটা থাকতে পারে কিংবা অথবা আদেশ শব্দগুচ্ছ লেখা থাকতে পারে।

(২) চেকের উপর প্রাপক বা তার নির্দেশিত ব্যক্তি যার নাম লেখা থাকে, ব্যাংক শুধু তাকেই টাকা দিতে বাধ্য থাকে।

(৩) চেক যথানিয়মে অনুমোদন বা পৃষ্ঠাংকনের মাধ্যমে হস্তান্তর করা যায়।

(৪) এ চেক স্বত্বান্তরিত হওয়ার পর তা ব্যাংকে হাজির করা হলে টাকা পরিশোধ করার পূর্বে ব্যাংক কর্তৃক দেতে হয় যে, স্বত্বান্তর নিয়মিত কিনা।

(৫) এ চেককে বাহক চেকে রূপান্তরিত করতে হলে শূণ্য অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।

(৬) আদেশ চেক, বাহক চেক অপেক্ষা অধিকতর নিরাপদ।

(৭) এ ধরণের চেক রেখাংকিত চেকে পরিণত করা যায়।

১৪. রেখাংকিত চেকঃ

হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন-১৮৮১ এর ১২৩ ধারামতে, যখন কোন চেকের উপরিভাগে বা প্রাপনেত্ দুটি সমান্তরাল রেখা্আডাআড়িভাবে এন্ড কোং বা নট নেগোশিয়েবল শব্দসহ বা উক্ত শব্দ ছাড়া অংকন করা

হয়, তখন তাকে রেখাংকন (Crossing) বলে এবং এই রেখাংকন সাধারণ রেখাংকন হিসেবে অভিহিত হয়। উক্ত আইনের ১২৪ ধারা মতে, যখন কোন চেকের রেখাংকনে ব্যাংকের নাম লেখা থাকে, তখন তাকে বিশেষ রেখাংকন হিসেবে অভিহিত করা হয়। রেখাংকিত চেক নগদ পরিশোধ করা যায় না, এটি ব্যাংককে পরিশোধ করতে হয়।

১৫. চেকের প্রধান নিরীক্ষণীয় বিষয়সমূহ (Scrutiny of cheque)ঃ

(১) চেকটিতে সরবরাহকৃত ব্যাংক শাখার নাম আছে কিনা:
(২) আগাম অথবা তামাদি তারিখের চেক কিনা:
(৩) নির্দিষ্ট তারিখের উল্লেখ আছে কিনা।
(৪) চেকটি দুমড়ানো, মোচড়ানো অথবা ছেড়া কি না।
(৫) চেকের কোন লেখা মোছা অথবা কাটাকটি কি না।
(৬) চেকে লিখিত টাকার পরিমাণ অংকে এবং কথায় একই আছে কি না।
(৭) চেক পাতার নির্দিষ্ট জলছাপ আছে কিনা।
(৮) চেকটি বাহক বা আদেশ বা রেখাংকিত কি না।
(৯) আদেষ্টার হিসাবে চেক পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত স্থিতি (অর্থ) আছে কি না।
(১০) গ্রাহককে সরবরাহকৃত ছাপানো চেকের পাতা কি না।
(১১) চেকটি পরিশোধ না করার (Stop payment) আদেষ্টার কোন নির্দেশ আছে কি না।
(১২) ঐ নির্দিষ্ট হিসাবে অর্থ পরিশোধ না করা সংক্রান্ত আদালতের কোন আদেশ আছে কি না।
(১৩) গ্রাহকের মুত্যু বা দেউলিয়া ঘোষণা বা মস্তিস্ক বিকৃতির সংবাদ পাওয়া গেছে কি না।
(১৪) চেকটিতে আদেষ্টার দস্তকথ আছে কি না এবং দস্তখতটি ব্যাংকে রক্ষিত তার নমুনা স্বাক্ষরের সাথে মিল আছে কি না।
(১৫) চেকটি নির্দিষ্ট হিসাবে যথারীতি ডেবিট করা হয়েছে কি না। ডেবিটের প্রমাণস্বরূপ চেকের উপর পোস্টিং মার্কসহ লেজার কিপারের স্বাক্ষর থাকতে হবে।
(১৬) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক চেকটি পরিশোধের নিমিত্তে অবশ্যই নিজ স্বাক্ষরে বাতিল (Cancel) করা হয়েছে কি না।

১৬. চেকের উপস্থাপনঃ

হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন-১৮৮১ এর ৭৪ নং ধারা মোতাবেক কোন চেক ধারক কর্তৃক প্রাপ্তির পর যক্তিসংগত সময়ের মধ্যে পরিশোধের জন্য উপস্থাপন করতে হবে। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে চেক ইস্যুর তারিখ থেকে ছয়মাসের মধ্যে উপস্থাপন করা হলে তা বৈধ চেক হিসেবে বিবেচিত হবে। ছয়মাসের মধ্যে চেক উপস্থাপনের বিষয়টি এই আইনের ১৩৮ নং ধারায় স্বীকৃত রয়েছে। এই ধারায় তহবিল

অপর্যাপ্ততার কারণে চেরেক প্রত্যাখানজনিত মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে ইস্যুর তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে চেক উপস্থাপনেরর শর্ত রয়েছে।

১৭. তামাদি চেক (Stale Cheque)

কোন চেক ইস্যুর তারিখ হতে ছয়মাস অতিক্রান্ত হওযার পর পরিশোধের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপিত হলে তা তামাদি চেক হিসেবে বিবেচিত হবে। ব্যাংক এ ধরণের চেক পরিশোধের বাধ্য নয়। অবশ্য, আদেষ্টা চেকে নতুন তারিখ দিয়ে স্বাক্ষর দান করলে চেকটি পুন-কার্যকারিতা লাভ করে।

১৮. আগাম তারিখযুক্ত চেক (Post-dated Cheque)

যদি কোন চেকে আগাম তারিখ দেয়া থাকে, তবে এটি আগাম তারিখযুক্ত চেক হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ধরণের চেক উক্ত তারিখ না আসা পর্যন্ত পরিশোধের যোগ্যতা লাভ করেনা। এ ধরণের চেক পরিশোধের আইনগত কোন ভিত্তি নাই। এছাড়া, আগাম তারিখযুক্ত চেক পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রাহকের মৃত্যু, দেউলিয়া ঘোষণা অথবা গ্রাহকের পরিশোধ স্থগিত নির্দেশ বা আদালতের নিষেধাজ্ঞা প্রভুতি কারণে ব্যাংক ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে।

১৯. তারিখবিহীন চেক (Undated Cheque)ঃ

যখন কোন চেকে তারিখ দেয়া থাকে না, তখন ঐ চেক তারিখবিহীন চেক হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রকৃত অর্থে এটি একটি অসম্পূর্ণ দলিল। তবে, তারিখবিহীন চেক বৈধ দলিলঃ উপস্থাপনের পূর্বে অবশ্যই তারিখ দিতে হবে। হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ২০ নং ধারা মতে, ধারক একটি তারিখবিহীন চেকের তারিখ পূরণ করতে পারের।

২০. চেকের পরিশোধ (Payment of cheque)ঃ

যখন কোন চেক যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়, তখন আদিষ্ট ব্যাংক তার গ্রাহকের অভিপ্রায় অনুসারে চেকের অর্থ পরিশোধের জন্য অনুকূলে হয় এবং কোন ধরণের আইনী প্রতিবন্ধকতা না থাকে।

২১. আদিষ্ট ব্যাংকের দায়-দায়িত্বঃ

যখন কোন চেক উপস্থাপিত হয় এবং আদেষ্টার হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ থাকে, তখন আদিষ্ট ব্যাংক উক্ত চেকের অর্থ আবশ্যিকভাবে পরিশোধ করবে; অন্যথায় ব্যাংক অর্থ পরিশোধের ব্যর্থতাজনিত কোন ক্ষয়-ক্ষতির জন্য আদেষ্টাকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকবে (ধারা-৩১)।

এই ধারায় কোন চেকের অর্থ পরিশোধে অযৌক্তিক অস্বীকৃতির (Wrongful Dishonor) দরুন আদেষ্টার ক্ষয়-ক্ষতির জন্য ব্যাংকের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বাধ্য বাধকতার কথা বলা হয়েছে।

২২. ব্যাংকে দায়ী করার পুর্বে তিনটি শর্ত পূরণযোগ্যঃ

(১) আদেষ্টার হিসাবে পর্যাপ্ত অর্থ থাকতে হবে।

(২) চেক পরিশোধে উক্ত অর্থ যথার্থরুপে প্রযোজ্য।

(৩) চেকটি ব্যাংকিং লেনদেনের নিয়মকানুন অনুসারে যথাযথভাবে উপস্থাপিত ।

২৩. কখন ব্যাংকার একটি যথার্থ চেকের অর্থ পরিশোধ অস্বীকার করতে পারেঃ

(১) আদেষ্টার হিসাবে পর্যাপ্ত স্থিতি নেই।

(২) আদেষ্টা কর্তৃক চেকের অর্থ পরিশোধে নিষেধাজ্ঞা আরো করা হয়েছে।

(৩) আদেষ্টার মুত্যু হয়েছে

(৪) আদেষ্টার মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটেছে।

(৫) আদেষ্টার আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছে।

(৬) হিসাবটি যদি লিয়েনকৃত থাকে।

(৭) আদালত কর্তৃক হিসাবে উপর গানিৃশী জারী করা হয়েছে।

(৮) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হিসাবটি জব্দকৃত বা লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

২৪. যথাবিহীত পরিশোধ (Payment in due course) ব্যাংকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে গ্রাহক কর্তৃক ড্র-কৃত চেকের অর্থ যথাযথভাবে প্রকৃত ধারককে পরিশোধ করা। ব্যাংক নিম্নবর্ণিত চেকসমূহ কাউন্টারে নগদ পরিশোধ করে থাকে।

(১) বাহককে প্রদেয় চেক।

(২) প্রাপক কর্তৃক নির্দেশিত ব্যক্তিকে প্রদেয় চেক।

এছাড়া, ব্যাংক রেখাংকিত চেক কোন ব্যাংককে পরিশোধ করে থাকে। চেকের প্রকৃত ধারককে অর্থ পরিশোধের বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কাজেই এটি ব্যাংকের জন্য যথেষ্ট ঝুঁকি বহন করে।

হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনে ১০ নং ধারায় যথাবিহিত পরিশোধ সাপেক্ষে ব্যাংকারকে আইনগত নিরাপ্ততা প্রদান করা হয়েছে উক্ত ধারা অনুসারে, যথাবিহীত পরিশোধ বলতে

(১) আপাত দৃষ্টিতে চেকের যথার্থতা সঠিক বলে প্রতীয়মান হলে।

(২) সরল বিশ্বাসে ও অবহেলা ব্যতিরেকে।

(৩) চেকের ধারককে যাকে মূল্য পরিশোধ সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ নেই এমন অবস্থায়, মূল্য পরিশোধ কে বুঝায়।

উল্লেখ্য, যদি আদেষ্টার স্বাক্ষর জাল করা হয় এবং চেক পরিশোধ করা হয়, তবে, ব্যাংকার আইনগত নিরাপত্তা লাভ করে না (ধারা-২৯ বি)।

২৫. মৌলিখ রদবদল (Material Alteration)ঃ

হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইনের ৩ (এফ) ধারায় মৌলিক রদবদলকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। উক্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছেঃ

মৌলিক রদবদল বলতে দলিলের তারিখ প্রদেয় অর্থের পরিমাণ, পরিশোধের সময়, পরিশোধের স্থান প্রভৃতির পরিবর্তন সাধনকে বুঝায়। চেকের মৌলিক রদবদল সংঘটিত হলে, তা পরিশোধের জন্য অযোগ্য হয়ে যায়। তবে, আদেষ্টা কর্তৃক উক্ত পরিবর্তন প্রামাণীকৃত হলে তা পরিশোধের যোগ্যতা লাভ করে (ধারা-৮৭)।

আইনসিদ্ধ রদবলদঃ

(১) বাহক চেক কে আদেশ থেকে রূপান্তর:
(২) খোলা চেককে রেখাংকিত চেকে রূপান্তর
(৩) সাধারণ রেখাংকিত চেককে বিশেষ রেখাংকিত চেকে রূপান্তর
(৪) শূণ্য অনুমোদনকে পূর্ণ অনুমোদন রূপান্তর।

হিসাবে অপর্যাপ্ত স্থিতির কারণে চেক প্রত্যাখানঃ

যখন কোন চেক গ্রাহকের হিসাবে অপর্যাপ্ত তহবিলের কারণে অপরিশোধিত হিসেবে ফেরত আসে, তখন হিসাবের গ্রাহক এর দ্বারা অপরাধ সংঘটন করেছেন বলে বিবেচিত হবেন এবং এক বছর পর্যন্ত মেয়াদে কারাদন্ড অথবা চেকে লিখিত তিনগুণ অর্থ দন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন। তবে, ধারক কর্তৃক মামলা দায়েরের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসমূহ প্রযোজ্য হবে।

(ধারা-১৩৮)ঃ

(১) চেক ইস্যুর ছয় মাসের মধ্যে উপস্থাপন করতে হবে।

(২) চেক প্রত্যাখানে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ধারকরকে আদেষ্টা বরাবরে উক্ত পরিমাণে অর্থের দাবী সংবলিত নোটিশ প্রদান করতে হবে।

(৩) আদেষ্টা নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ধারককে উক্ত পরিমাণ অর্থ পরিশোধে বর্থ হলে। মামলার উদ্ভবের তারিখ হতে ১ (এক) মাসের মধ্যে অভিযোগ দাখিল করতে হবে এবং দায়রা জজ আদালত অধীনস্ত কোন আদালতে উক্ত অপরাধের বিচার অনুষ্ঠিত হবে না (ধারা-১৪১)।

<u>ধন্যবাদ</u>

রূপালী ব্যাংক ট্রেইনিং একাডেমির সম্মানিত প্রিন্সিপালকে ও সকল অনুষদ সদস্য এবং কর্মকর্তাদেরকে, তাহারা NI Act-1881 আইনটি রূপালী ব্যাংকের সকল কর্মকর্তাদেরকে এই বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করার জন্য সেশনটি নির্বাচন করিয়াছেন। আমি একজন ব্যাংকার হিসাবে সকলকে আইনটির সম্পর্কে সার্বিক হাতে কলমে জ্ঞান দানের জন্য একটি চেকের পাতা (ফটোকপি উভয় পাস) ট্রেইনিং ক্লাসে আনার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।